সূচী

উপস্থাপনা দায়, নিয়তি, পারহেসিয়া বিপ্লব নায়ক ৯

ম্যান্ডেলস্টাম! কে ম্যান্ডেলস্টাম?

শেরি ব্র্যান্ডি	ভারলাম সালামভ	৩১
ধ্বংসের পথ	নাদেঝদা ম্যান্ডেলস্টাম	৪৫
ভোরোনেজ	আনা আখমাতোভা	৬৩
আত্মসত্তা	নাদেঝদা ম্যান্ডেলস্টাম	৬৫
সাইবেরিয়ার উচ্চারণ	সিমাস হেনি	৯০
সার্কাস ও দুর্গ সংবলিত দুপুর	পল সেলান	৯১

ওসিপ ম্যান্ডেলস্টামের কবিতা

কবিতা ১-৭০	৯৩-২০৯
কবিতাকোলাজ	২১০
প্রাসঙ্গিক বইয়ের তালিকা	২১৫

উপস্থাপনা

দায়, নিয়তি, পারহেসিয়া

১

১৯২৭ সালে ফরাসি দার্শনিক জুলিয়াঁ ব্যাঁদা (Julien Benda)-র লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি তখন খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল, নানা ভাষায় তর্জমাও হয়েছিল, ইয়োরোপ জুড়েই বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বইটির নাম: *La Trahison des clercs*। Trahison মানে বিশ্বাসঘাতকতা, clercs মানে লিখিয়ে, বা এখনকার লব্‌জে বললে, বুদ্ধিজীবী, মানে পণ্ডিত-অধ্যাপক-শিক্ষক-জ্ঞানতাত্ত্বিক-ন্যায়তাত্ত্বিক-রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দঙ্গল। সুতরাং বইটার নাম বাংলায় দাঁড়ায়: বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা। বইটা ছিল এক চাঁছাছোলা আক্রমণ। লেখক তাঁর সমসময়ের বুদ্ধিজীবীমহলের অধোগতিকে আক্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী মহলের অধোগতি বলতে লেখক কী বুঝেছিলেন ও বুঝিয়েছিলেন? সেই দিকটা একটু ভেঙে দেখা যাক। লেখকের মতে, যে উনিশ শতককে 'মতবাদের শতক' বলা হয়ে থাকে, সেই শতকেই এমন এক গোত্রের বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব, বিকাশ ও সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যারা জাগতিক-মহাজাগতিক-অতিজাগতিক সমস্তকিছুকেই জড় (material) ও ব্যবহারিক (utilitarian)

চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল। মানুষের নিজের সীমাকে নিজে ছাপিয়ে যাওয়ার যে আকুতি, উত্তরণের বহু বিবিধ পথসংকেত ও প্রচেষ্টা, এই সবকেও বৈজ্ঞানিক মূর্ততা দেওয়ার নামে বস্তুগত ব্যবহারিক অপভ্রংশে পরিণত করা হয়েছিল। মানুষের বস্তুগত ভোগ-বিলাস ও কর্তৃত্ব ফলানোর উপকরণ বৃদ্ধি পেলেই যেনবা উত্তরণের একমেবাদ্বিতীয়ম পথ ধরে প্রগতির রথ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকবে! যা কিছু ব্যবহারিক, অর্থাৎ দেশ-কাল-প্রকৃতি-তে কেবলমাত্র বস্তুগতভাবে উপস্থিত এবং মানুষের বস্তুগত তাগিদের পরিপূরণে কার্যকর, তার উপর ভোগদখল কায়েম করার চির-অতৃপ্ত তাড়নাই হয়ে দাঁড়াল এই বুদ্ধিজীবীকুলের একমাত্র চালিকাশক্তি। মানুষের আধ্যাত্মিকতা, মানুষের বিশ্বনিখিল— সবকিছুই এই বস্তুনিষ্ঠতা-ব্যবহারিকতার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে অর্থ-তাৎপর্য-মর্যাদা সবকিছু খুইয়ে বসল। আর এই প্রেক্ষাপটে এহেন বুদ্ধিজীবীদের পৌরোহিত্যে মানবযূথ ভিন্ন ভিন্ন দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠীতে সংহত হল, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রশক্তির অস্ত্রশস্ত্র শামিল করে একে অপরের টুঁটিতে কামড় বসানোর জন্য উদ্যত হল। মানবঅস্তিত্বকে আগাপাশতলা রাষ্ট্রশক্তির সর্বগ্রাসী হিংসার আবর্তে নিমজ্জিত করে দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা এই হিংস্র শিকারী রাষ্ট্রশক্তিগুলোর যৌক্তিকতা-বিধানকারী করণিক হয়ে উঠল।

এই যে বিশ্বাসঘাতক বুদ্ধিজীবীদের যুগকে জুলিয়াঁ ব্যাঁদা ইয়োরোপ জুড়ে উনিশ শতকে প্রসারিত হতে দেখেছিলেন, তার সহগামী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলো ছিল পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনীতির পরিণত রূপ গ্রহণ করা এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্ররূপ হিসেবে জাতি-রাষ্ট্রের উঠে আসা। রাশিয়ায় ১৯১৭-র

বিপ্লব যখন জার-শাসনকে উপড়ে ফেলল, তখন তা পুঁজিবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের আদর্শকেও গ্রহণ করেনি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎক্রমণ করে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের নানা চিন্তা যেমন সেই বিপ্লবে ছিল, তেমনই, রাষ্ট্রের প্রশ্নে, সরাসরি রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটানো থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী রাষ্ট্র গঠন করার নানা ভাবনাও তার মধ্যে কাজ করছিল। কিন্তু এই সমস্ত নানা সম্ভাবনা সত্ত্বেও জুলিয়াঁ ব্যাঁদা-র সমালোচনার যে মূল লক্ষ্য— জাগতিক-মহাজাগতিক-অতিজাগতিক সমস্তকিছুকেই জড় ও ব্যবহারিক চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে ফেলা— তা কি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল? হয়নি। বস্তুগত জড় উৎপাদনের উন্নত স্তরে পৌঁছে সেই ভিত্তির উপরই কেবল উন্নত সমাজ গড়া যায়, এই মতবাদিক নির্ধারণের কবলে বিপ্লবোত্তর রাশিয়াও ক্রমশ মতবাদিক পার্টির আধিপত্যাধীন হিংস্র শিকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উঠে আসা নতুন জীবনের নানা সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহীদের জন্য তা ছিল এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি। কবি ওসিপ ম্যান্ডেলস্টামের জীবন— তাঁর দায়বোধ, আত্মসমর্পণহীন লড়াই ও নিয়তি— এই ট্রাজেডিরই অংশ। তাই ম্যান্ডেলস্টামের কবিতার উপস্থাপনা হিসেবে আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতটিকেই কিছুটা নিবিড়তায় বিচার করে দেখব।

২

সমস্ত অস্তিত্বগত প্রশ্নকে অর্থনীতির অঙ্কে— জড় উৎপাদন, সঞ্চয় ও ভোগ-এর সাপেক্ষে— বিনির্মাণ করে জীবনকে উৎপাদন বৃদ্ধি-পরিকল্পনার অন্তহীন অলাতচক্রে নিছক